ভোরের কাগজ

79

তারিখ AUG. 6 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

বাস সার্ভিস পুনরায় চালুর দাবি

চ.বি. ক্যাম্পাসে অবরোধ পালন ১০ আগস্ট থেকে হরতাল আহ্বান

চ.বি. সংবাদদাতা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র পরিবহন বাস সার্ভিস বন্ধের প্রতিবাদে এবং ঐ সার্ভিস পুনরায় চালুর দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্যের আহ্বানে ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রঐক্য আগামী ৭ ও ৮ আগস্ট ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন এবং ১০ আগস্ট থেকে দাবি না মানা পর্যন্ত লাগাতার হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

গতকাল শহর থেকে শাটল ট্রেনটি সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে পৌঁছার পর প্রায় আটশত ছাত্রছাত্রী নেমে এলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং গেটে অপেক্ষমাণ ২০০/৩০০ সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগ দেয়। সেখান থেকে কাটাপাহাড়ের রাস্তা দিয়ে মিছিল করে প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী কলাভবনে যায়। মিছিলটি কলাভবন ও বিজ্ঞানভবন হয়ে লাইব্রেরির সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, ছাত্রলীগের সভাপতি শাহজাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রঐক্য নেতা নুরসাফা জুলহাস, আহসান কবীর বেঙ্গল, রাহাত উল্লাহ জাহিদ, নাসির হায়দার বাবুল প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ আগামী ৭ ও ৮ আগস্ট সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সকল ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কেউ যদি ক্লাস করে তাকে 'গণদালাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। ছাত্রঐক্য বাস সার্ভিসের দাবিতে ৯ আগস্ট ভিসি অফিসের সামনে ছাত্র গণজমায়েতের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে। ৭, ৮ ও ৯ আগস্ট ক্যাম্পাসের ভেতরে কোনো পরিবহন এমনকি রিকশাও চলবে না এবং ১০ আগস্ট থেকে লাগাতার হরতাল পালিত হবে বলে ঐক্য নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছেন।

গতকাল ক্যাম্পাসে কোনো গাড়ি চলেনি। বিকাল ৩টার আগ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে কোনো রিকশাও চলেনি। বিভিন্ন বিভাগীয় অফিসগুলো খুললেও কোনো ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। কিছু শিক্ষক ১ নং গেট থেকে হেঁটে অফিস করেছেন। উপাচার্য আবদুল মান্নানও গতকাল ১ নং গেট থেকে হেঁটে তার অফিসে গেছেন।

এদিকে একই দাবিতে ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদলও পৃথক পৃথকভাবে গতকাল ভিসি কার্যালয় ঘেরাও করেছে এবং ভিসিকে স্মারকলিপি দিয়েছে।